উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব এ,কে,এম, ফজলুর রহমান

এবং

বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমা ৫৭৮৬/২০০৪

মোঃ বাবুল আক্তার মোল্যা

----দরখাস্তকারী ।

বনাম

রাষ্ট্র গং

---- অপরপক্ষ ।

বাবু জুগল কিশোর বিশ্বাস

----দরখাস্তকারীর পক্ষে।

জনাবা শাকিলা রওশন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল

--- অপরপক্ষে ।

শুনানী ও রায় প্রদানঃ ১৪ জুলাই,২০১১ ইংরজি।

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

ইহা ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান মতে একটি দরখাস্ত। অভিযুক্ত-দরখাস্তকারী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল (পরবর্তীতে শুধু ট্রাইব্যুনাল হিসাবে অভিহিত হইবে) গোপালগঞ্জ, বিচারাধীন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন মামলা (পরবর্তীতে শুধু মামলা হিসাবে অভিহিত হইবে) নং ৪২/২০০১ যাহার জি,আর নং-১৪৭/২০০১, যাহা গোপালগঞ্জ থানার মামলা নং-৬ তারিখ ০৩/০৪/২০০১, ধারা ৭/৩০ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (পরবর্তীতে শুধু আইন হিসাবে অভিহিত হইবে) হইতে উদ্ভুত; তাহার কার্যপ্রণালী

(proceedings) বাতিলের জন্য (quashing) অত্র বিবিধ মামলা দায়ের করিয়াছেন। অত্র আদালতের একটি দ্বৈত বেঞ্চ নিম্নোক্ত মর্মে রুল জারী করেন;

> "Let a rule be issued calling upon the opposite parties to show cause as to why the proceeding of Nari-O-shishu Nirjatan Daman Case No. 42 of 2001 now pending in the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Tribunal, Gopalganj should not be quashed and/or such other or further order or orders passed as to this court may seem and proper.
>
> Let the proceedings of Nari-O-shishu Nirjatan Daman Case No. 42 of 2001 now pending in the Nari-O-shishu Nirjatan Daman Tribunal, Gopalganj be stayed for a period of 3 (three) months form date.
>
> The rule is made returnable within 4(four) weeks from date".

রুলটি নিষ্পত্তির স্বার্থে দরখাস্তকারী পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই যে, ২নং অপরপক্ষ বাদী হইয়া ০৩/০৪/২০০১ ইং তারিখে প্রথম শ্রেণীর হাকিমের আদালত 'গ' অঞ্চল, গোপালগঞ্জে দরখাস্তকারীসহ আরো ৫ জনকে আসামী শ্রেণীভূক্ত করিয়া এই মর্মে দরখাস্ত দাখিল করেন যে, তাহার ১২ বৎসরের কন্যা রাশিদাকে অসামীগণ গত ইং ২৫/১২/২০০০ তারিখ দিবাগত রাত্রে অপহরন করিয়া নিয়া যায়। তখন বাদী অন্যান্য সাক্ষীদেরসহ তার কন্যাকে অনেক খোঁজাখুজি করিয়া পায় নাই এবং লোকমুখে জানিতে পারে যে, আসামীগণ বাদীর মেয়েকে নারায়ণগঞ্জ পতিতালয়ে বিক্রি করার জন্য নিয়া যাইতে পারে। তখন বাদী সাক্ষীগণসহ নারায়ণগঞ্জ যাইয়া নারায়ণগঞ্জ পূর্ব পতিতালয়ের নিকট হইতে ভিকটিম রাশিদাকে

উদ্ধার করে। তখন ভিকটিমের নিকট হইতে জানিতে পারেন যে, ঘটনার দিন ও সময় এজাহারে উল্লেখিত ঘটনাস্থল হইতে অসামীগণ বাদীর মেয়ের মুখ বাঁধিয়া নিয়া যায় এবং বাদীর কন্যা নাবালিকা বিধায় ভয়ে শোর চিৎকার করিতে পারে নাই। কোর্ট বন্ধ থাকায় বাদী বিলম্বে বিজ্ঞ আদালতে অত্র মামলা দায়ের করিলেন।

অতঃপর আদালত উক্ত দরখাস্ত খানা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য থানায় পাঠাইলে তাহা এজাহার হিসাবে গণ্য করিয়া আইনের ৫/৩০ ধারায় গোপালগঞ্জ থানার মামলা নং-৬ তারিখ ০৩/০৪/২০০১ রুজু হয়। অতঃপর পুলিশ তদন্ত পূর্বক একমাত্র অত্র অভিযুক্ত-দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আইনের ৭ ধারায় অভিযোগপত্র এবং অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারায় চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল পূর্বক অন্যান্য ৫ জন অভিযুক্তদের মামলা অভিযোগ হইতে অব্যাহতির সুপারিশ করেন, যাহার অভিযোগপত্র নং-১৬১ তারিখ ৩১/০৫/২০০১। কিন্তু এজাহারকারী সংবাদদাতা উক্ত চুড়ান্ত রিপোর্ট এর বিরুদ্ধে না-রাজীর দরখাস্ত দাখিল করিলে ট্রাইব্যুনাল দরখাস্তকারীসহ সকল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনের ৫/৩০ ধারায় অভিযোগ আমলে নেন। অতঃপর অভিযুক্তদের পক্ষ হইতে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫(সি) ধারার বিধান মতে অভিযুক্ত-দরখাস্তকারীসহ সকল অভিযুক্তকে মামলার দায় হইতে অব্যাহতির আবেদন করিলে ট্রাইব্যুনাল উভয় পক্ষকে শুনানী সাপেক্ষে ২৯/০৬/২০০৪ ইং তারিখে সন্তুষ্টি চিত্রে দরখাস্তকারী ব্যতীত অন্যান্য সকল অভিযুক্তদের মামলার দায় হইতে অব্যাহতির আদেশ দেন এবং একমাত্র দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আইনের ৭/৩০ ধারায় অভিযোগ গঠন করেন।

অতঃপর অভিযুক্ত দরখাস্তকারী মামলার কার্যপ্রনালী (proceedings) চ্যালেঞ্জ করিয়া ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান অনুযায়ী অত্র বিবিধ মামলা দায়ের করিলে অত্র রুল ইস্যু হয় এবং সেই সঙ্গে মামলার সকল কার্যক্রম ৩ (তিন) মাসের জন্য স্থগিতের আদেশ হয়, যাহা সময় সময়ে বর্ধিত হইয়া সর্বশেষ রুলটি নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বর্ধিত হয়।

শুনানীকালে রুলটি সমর্থন করিয়া রুলের সপক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী বাবু জুগল কিশোর বিশ্বাস বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, ভিকটিম এর বয়স ডাক্তারী সনদপত্র অনুযায়ী ১৫ বৎসর, তাহার সঙ্গে দরখাস্তকারীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল, ভিকটিম স্বেচ্ছায় দরখাস্তকারীর সঙ্গে গিয়াছেন এবং তিন দিন পর ফিরিয়া আসিয়াছেন। এ বিষয় সাক্ষী হাফিজার (১৩ বৎসর) ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী দিয়াছেন। ইহা ছাড়াও অন্যান্য সাক্ষীরা ও ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারার জবানবন্দীতে হাফিজার ১৬৪ ধারার জবানবন্দী সমর্থন করিয়া বলেন যে, ভিকটিম দরখাস্তকারীর সঙ্গে স্বেচ্ছায় বাসে ঢাকায় গিয়াছিল এবং সেখান হইতে নারায়ণগঞ্জের জনৈক আয়তাল এর বাসায় ছিল আয়তাল তাহাদের দেখিয়া রাগারাগি করেন এবং ভিকটিম সেখানে আয়তাল এর মেয়ের সঙ্গে ছিলেন। ২৭/১২/২০০০ তারিখে দরখাস্তকারী এবং ভিকটিমকে বাড়ী আনা হয়। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, জনৈকা সালমা বেগম ৫নং অভিযুক্ত এ মাজেদ এর বোন, এজাহারকারী ভিকটিমের পিতা এবং তাহার ভাই বোরহান এর বিরুদ্ধে যৌতুক নিরোধ আইন এর ৪ ধারায় মামলা করিয়াছিলেন, যাহার নং-সি আর ১২৩/২০০০, উক্ত মামলায় এজাহারকারীর ছেলের ১ বৎসর এর সাজা হয়, যাহার বদলা নেওয়ার জন্য এই

মিথ্যা মামলা দায়ের করিয়াছেন, যাহা বাতিল (quash) হওয়া উচিৎ। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, যেহেতু ভিকটিমের বয়স ১৫ বৎসর সেহেতু নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ২(ট) এর বিধান অনুযায়ী ভিকটিমের নিজেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আইনগত অধিকার জন্মিয়াছে, তাই যেহেতু তিনি দরখাস্তকারীর সঙ্গে স্বেচ্ছায় গিয়াছিলেন সেহেতু তাহাকে অপহরণের অভিযোগ উপস্থাপিত হইতে পারে না বিধায় এই মামলার কার্যক্রম বাতিল হইবে। বিজ্ঞ আইনজীবী আরো নিবেদন করেন যে, রাষ্ট্রপক্ষের কোন সাক্ষী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় এজাহারকারীর মামলা সমর্থন করেন নাই এমনকি সাক্ষী হাফিজা খাতুন এর ১৬৪ ধারার জবানবন্দীতেও কোন অপরাধ এর অভিযোগ উত্থাপিত হয় নাই; শুধুমাত্র হয়রানির মানষে এই মামলা দায়ের হইয়াছে, যাহা ন্যায় বিচারের স্বার্থে বাতিলযোগ্য।

অন্যদিকে রুলের চরম বিরোধিতা করিয়া বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল জানাবা শাকিলা রওশন জোরাল বক্তব্য উপস্থাপন করেন, তিনি নিবেদন করেন যে, দরখাস্তকারী পক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী ভিকটিম স্বীকৃত মতে দরখাস্তকারীর অবৈধ হেফাজতে তিন দিন ছিল; তাহাতে ফুসলাইয়া গোপালগঞ্জ ভিকটিমের বাবার বাড়ী হইতে ঢাকা হইয়া নারায়ণগঞ্জ নেওয়া হইয়াছিল; এবং মেডিক্যাল বোর্ডের সনদপত্র অনুযায়ী ভিকটিমের বয়স প্রায় ১৫ বৎসর, বিদ্যমান আইন অনুযায়ী সে শিশু, সে ক্ষেতে ভিকটিমের নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার অর্জিত হয় নাই, বিধায় দরখাস্ত কারী কোন অবস্থায় ভিকটিমকে অপহরনে দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না।

আমরা এজাহার, অভিযোগপত্র, মেডিক্যাল বোর্ডের সনদপত্রসহ অন্যান্য কাগজপত্র বিচার বিশ্লেষণ করিলাম; প্রতীয়মান হয় যে, ভিকটিমকে আইনের ২২ ধারা

অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট এর সামনে পরীক্ষা করা হয় নাই; কারণ হিসাবে অভিযোগ পত্রে দেখা যায় তদন্তকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেন যে, "বাদী বিবাদীদের মধ্যে পূর্ববর্তী মামলা মোকদ্দমা থাকায় ভিকটিম বিজ্ঞ আদালতে তার বাবার স্বার্থের দিকে তাকাইয়া প্রকৃত ঘটনার পরিপন্থী কোনরুপ জবানবন্দী প্রদান করিতে পারে সন্দেহে ভিকটিমের মৌখিক জবানবন্দী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে লিপিবদ্ধ করানো হয় নাই।" এই ধরণের মন্তব্য সত্ত্বেও তদন্তকারী কর্মকর্তা দরকাস্তকারীর বিরুদ্ধে অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় আইনের ৭ ধারায় অভিযোগপত্র দাখিল করিয়াছেন। তবে মেডিক্যাল বোর্ড যাহা গোপালগঞ্জ এর সিভিল সার্জনসহ আরো তিন জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত, তাহাদের সনদপত্রে ভিকটিমের একটি statement লিপিবদ্ধ আছে, যাহ নিম্নরুপ;

> "According to the statement of the victims. The victim was kidnapped from her home at night at about 10 P.M when she went to bring water from their tube-wall by some people at about 2 to 3 days before Eid-ul-Fittar (29-12-2000). They brought her to Narayangonj and after two days later the victims' father went there and brought her to their home with the help of their relativies".

এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আইনের ২২ ধারায় ভিকটিমের জবানবন্দী রেকর্ড না করা হইলেও মেডিক্যাল বোর্ডের সনদপত্রের "Short history of incident" এ (এ্যানেক্সচার-জি) ভিকটিম যে অপহরণ হইয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে, ভিকটিমের বর্ণনামতে যাহা লিপিবদ্ধ এবং যেখানে সিভিল সার্জনসহ হাসপাতালের

আরো তিন জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার স্বাক্ষর রহিয়াছে তাহা অবিশ্বাস করা বা মিথ্যা ভাবার অবকাশ খুবই ক্ষীণ।

সাক্ষী হাফিজা (১৩ বৎসর) এর ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দী, অন্যান্য সাক্ষীদের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা জবানবন্দী, মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক লিখিত "Short history of incident" তদন্তকারী কর্মকর্তার ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারায় পুলিশ রিপোর্ট, তথা অভিযোগপত্র, ট্রাইব্যুনালের গৃহীত ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫সি ধারার দরখাস্ত এবং ২৯/০৬/২০০৪ ইং তারিখের আদেশ আমরা অত্যন্ত সতর্কতা ও গভীর মনোযোগের সহিত নিবিড়ভাবে বিচার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করিলাম। যেখানে এজাহারে ভিকটিমকে অপহরণ করা হইয়াছে উল্লেখ আছে, সাক্ষীদের ১৬৪ ধারা ও ১৬১ ধারায় ভিকটিমকে দরখাস্তকারীর সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ যাওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণিত; অভিযোগপত্র অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে অপরাধ প্রমানিত হওয়ায় আইনের ৭ ধারায় অভিযোগপত্র দাখিল করা হইয়াছে; ট্রাইব্যুনাল ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫সি ধারায় দরখাস্ত আংশিক মঞ্জুর করিয়া ৫ জন অভিযুক্তকে অব্যাহতি দিয়া একমাত্র দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আইনের ৭ ধারায় অভিযোগ গঠন করিয়াছেন; যেখানে প্রতীয়মান যে, আপাতদৃষ্টিতে অভিযোগের ঘটনার উপস্থিত বর্তমান অর্থাৎ prima facie case is made out সেখানে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারায় ঘটনার সত্যতা বিচার বিশ্লেষণ করিয়া মামলার কার্যপ্রনালী (proceedings) বাতিল করার

সুযোগ নাই। এক্ষেত্রে 49 DLR 258, 1 BLC (AD)140, 45 DLR(AD)48 নজির প্রণিধানযোগ্য, যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে;

49 DLR 258

> "Where a prima facie case of criminal offence has been clearly made out, the High Court Division in a proceeding under section 561A Code of Criminal Procedure has little scope to scrutinize the truth or otherwise of any document or other evidence, which may be used as a defence in a criminal proceeding".

1BLC (AD)140

> Upon a plain reading of the petition of complaint it appears that a prima-facie of criminal offence has been clearly made out. In a proceeding upon section 561A code of criminal procedure, the High Court Division has little scope to scrutinize the truth or otherwise of any document or other evidence which may be used as a defence in a criminal proceeding".

45 DLR(AD)48

> "In a proceeding under this provision the court should not be drawn in an enquiry as to the truth or otherwise of the facts which are not in the prosecution case".

প্রত্যেকটি মামলায় ঘটনা প্রবাহ ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে সংঘটিত হয়। ঘটনার প্রাসঙ্গিকতার চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য আপনা আপনাই প্রকাশ পায়, যাহার স্বরুপ নিজেই জানান দেয় যে, তাহা ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান অনুযায়ী বাতিলযোগ্য কিনা? এখানে ঘটনার যে প্রবাহ প্রকাশিত যেমন সাক্ষী হাফিজা যাহার বয়স ১৩ বৎসর তিনি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী প্রদান

করিয়াছেন; তাহার জবানবন্দী অনুযায়ী তিনি এবং ভিকটিম একই স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেনীতে পড়েন এবং বান্ধবী, ঘটনার দিন তাহাকে নিয়া ভিকটিম দরখাস্তকারীর সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার সঙ্গে চলিয়া যান; যেখানে সাক্ষীর বয়স ১৩ বৎসর আর ভিকটিমের বয়স ১৫ বৎসর দাবী করা ঘটনার বিশ্বাস যোগ্যতার যোগসূত্রের বিচ্যুতি ঘটায় এবং সমগ্র ঘটনাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করিয়া তোলে বলিয়া আমরা মনে করি । এক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের 40 DLR(AD)69 এর নজির প্রণিধানযোগ্য যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "The question is whether such proceeding is liable to be quashed. Inherent power has been given "to prevent the abuse of the process of the Court otherwise to secure the ends of justice." In series decisions of the Court and of other Courts, the scope of extent of section 561A Code of Criminal Procedure had been detailed. Whether the proceeding is to be quashed depends upon the facts of the case itself".

অত্র মামলার সামগ্রিক ঘটনা প্রবাহ বিচার বিশ্লেষণ প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারীর সঙ্গে ভিকটিমের প্রেমের সম্পর্ক থাকিলেও থাকিতে পারে, তবে সেই প্রেমের আহ্বানে সাড়া দিয়া নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আইনসঙ্গত অধিকার অর্জনের বিষয়টি বিতর্কিত । এই ধরণের বিতর্কিত বিষয় ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান অনুযায়ী বিবেচনায় নিয়া অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলে কার্যপ্রনালী (proceedings) বাতিল করার এখতিয়ার অত্র আদালতকে প্রদান করা হয় নাই, যাহা আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের মীমাংসিত প্রতিষ্ঠিত বিধান হিসাবে প্রচলিত ।

অধিকন্তু দরখাস্তকারী স্বচ্ছ হস্তে আদালতে আসেন নাই; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ এর ২৮ ধারায় সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, "ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, রায় বা আরোপিত দন্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ, উক্ত আদেশ, রায় বা দন্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবেন"। প্রতীয়মান যে দরখাস্তকারী পক্ষের দাখিলকৃত ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫(সি) ধারার দরখাস্ত শুনানী সাপেক্ষে ট্রাইব্যুনাল ২৯/০৬/২০০৪ ইং তারিখে আংশিক মঞ্জুর করিয়া দরখাস্তকারী ব্যতীত অন্যান্য সকল অভিযুক্তদের অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন যে আদেশটি আপীলযোগ্য ছিল কিন্তু দরখাস্তকারী অত্র বিশেষ আইনের বিশেষ বিধান প্রতিপালন না করিয়া ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান অনুযায়ী অত্র বিবিধ মামলা দায়ের করেন, যাহার কোন ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করেন নাই। এই ক্ষেত্রে দরখাস্তকারীর বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে বিশেষ অস্বচ্ছতারই বহিঃপ্রকাশ বটে। যাহা আইন প্রণয়নের স্বাভাবিক উদ্দেশ্যকে ব্যাহতসহ আইন প্রণেতাদের অবজ্ঞার সামিল। তাই বিশেষ আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সকলেরই বিশেষ নজর থাকা উচিৎ বলিয়া আদালত মনে করেন। অন্যথায় হাইকোর্ট তাহার ভার বহনের স্বাভাবিক গতি হারাইবে।

সার্বিক বিবেচনা দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্যে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান অনুযায়ী অত্র মামলার কার্যপ্রনালী বাতিল (quashing) এর কোন তথ্য, উপাত্ত আমরা খুঁজিয়া পাই নাই; অন্য দিকে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এর বক্তব্যে রুলটি খারিজ করার যথেষ্ট যৌক্তিক উপাদান

ও উপকরণ বিদ্যমান রহিয়াছে বিধায় আমরা একমত, সেহেতু রুলটি খারিজ হওয়া ন্যায়সঙ্গত ।

অতএব,

ফলাফল,

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত কারণ ও অবস্থাধীনে দরখাস্তকারীর বক্তব্যে কোন গুণাগুণ (Merit) না থাকার জন্য রুলটি খারিজ করা হইল এবং ০৮/০৮/২০০৪ ইং তারিখের অত্র আদালতের আদেশ, যাহার ফলে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গোপালগঞ্জে বিচারাধীন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন মামলা নং-৪২/২০০১ এর কার্যপ্রণালী (proceedings) স্থগিত করা হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহার করা হইল । অত্র আদেশের কপি বিশেষ ট্রাইব্যুনালে সত্ত্বর প্রেরণ করা হউক । বিশেষ ট্রাইব্যুনাল যত দ্রুত সম্ভব আইন অনুযায়ী মামলাটি নিস্পত্তি করিবেন ।

বিচারপতি এ,কে,এম, ফজলুর রহমানঃ

আমি একমত।